তারিখ ৬।১১।২০০০
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ভোরের কাগজ

64

ভোরের কাগজ-এর রিপোর্টের ভিত্তিতে তদন্ত প্রতিবেদন

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বিক্রয় বিভাগের সকলকে প্রত্যাহারের সুপারিশ

কাগজ প্রতিবেদক : জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের একটি বিভাগীয় তদন্তে কেন্দ্রের বিক্রয় বিভাগে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা বিভিন্ন অনিয়ম ও অসাধুতার কথা স্বীকার করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কিছু অলেখক এবং কতিপয় ভুঁইফোঁড় প্রকাশনা সংস্থা স্বনামে-বেনামে নকল ও ভুলে ভরা সব ধরনের বই গ্রন্থকেন্দ্রে সরবরাহ করে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা।

তদন্ত প্রতিবেদনে এজন্য বিক্রয় বিভাগে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়ী করে ঐ বিভাগের সকলকে প্রত্যাহার করার সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, বিক্রয় বিভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কেন্দ্রের বর্তমান বিক্রয় পদ্ধতির পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত ভোরের কাগজ-এর গত ৬ জানুয়ারি 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে তুঘলকি কাণ্ড' শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ এই বিভাগীয় তদন্ত শুরু করে।

গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক এনএম পনির উদ্দিন হায়দার জানিয়েছেন, আগামী মঙ্গলবার কেন্দ্রের পরিচালনা পরিষদের সভায় তদন্ত প্রতিবেদনে দায়ীদের বিরুদ্ধে

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বিক্রয় বিভাগের

● প্রথম পাতার পর

কী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দায় সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

তদন্ত প্রতিবেদনের অন্যান্য সুপারিশে একটি নিরপেক্ষ জাতীয় কমিটির মাধ্যমে পাঠাগারের জন্য বই নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও সরকারি নিরীক্ষক দ্বারা প্রতিবছর বিক্রয় বিভাগের আলাদাভাবে অডিটের ব্যবস্থা করা এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বই বিক্রির হিসাব সংরক্ষণের জন্য বিক্রয় বিভাগকে কম্পিউটারাইজড করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

তদন্ত কর্মকর্তা জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উপপরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম তার প্রতিবেদনে মন্তব্য করে বলেছেন, সামগ্রিক পর্যালোচনা এবং বিচার-বিশ্লেষণ তদন্তে প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের অনিয়ম সম্পর্কিত ভোরের কাগজরে রিপোর্টের তথ্যসমূহের সত্যতা রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এ সম্পর্কিত তার ব্যাখ্যা যথার্থভাবে প্রদান করেননি।

উল্লেখ্য, ভোরের কাগজ-এর ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, সারা দেশের পাঠাগারগুলোতে সরকারি অনুদানের বই সরবরাহকে কেন্দ্র করে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ম আর দুর্নীতি চলে আসছে। ভুলে ভরা নিম্নমানের বই থেকে শুরু করে নকল বই সবই বিক্রি হচ্ছে এখানে। এমনকি একই লেখকের একই বই বিভিন্ন শিরোনামে ও মলাট আবদ্ধ হয়ে সারা দেশের পাঠাগারগুলোতে সরবরাহ করা হচ্ছে এই কেন্দ্র থেকে। ক্ষেত্রবিশেষে বইয়ের গায়ে প্রকাশনা সংস্থার ঠিকানা থাকে না। অথবা ভুয়া ঠিকানা ব্যবহার করা হয়। এসব কাজে সহায়তা করছে কেন্দ্রের বিক্রয় বিভাগের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী।